কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৯ ... কলাম ... ৬ ...

জিয়ানগরে ১২ প্রাথমিক বিদ্যালয়

অবৈধভাবে নৈশপ্রহরী নিয়োগের অভিযোগ

পিরোজপুর প্রতিনিধি ▷

পিরোজপুরের জিয়ানগরে ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈধভাবে নৈশপ্রহরী নিয়োগের পাঁয়তারা চালাচ্ছে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। এমন অভিযোগ করছেন এই পদে চাকরিপ্রত্যাশী প্রার্থীরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক প্রার্থী জানান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নেতৃত্বে কারচুপির মাধ্যমে নৈশপ্রহরী নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। উপজেলার দড়িচর গাজীপুর, লাহুরী, টগড়া, কালাইয়া, গাবগাছিয়া, খেজুরতলা, ঘোষেরহাট, পূর্ব বালিপাড়া, টেংরাখালী, পশ্চিম কলারন, সাউদখালী, ঢেপসাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ নিয়ে এ অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই ১২টি বিদ্যালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর মোট ৭৫ জন প্রার্থী ২০১৪ সালের ৮ নভেম্বর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এর আগে ২ নভেম্বর পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণ দেখিয়ে স্থগিত করা হয়।

দলীয় নানা চাপের কারণে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিদ্ধার্থ শংকর কুণ্ডু নিয়োগ কার্যক্রমের কোনো কাগজে স্বাক্ষর না করে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বদলি হয়ে যান। ফলে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ থাকে। অদ্যাবধি নিয়োগ পরীক্ষার কোনো ফল ঘোষণা করেনি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। এর পরও কয়েকটি বিদ্যালয়ে নৈশপ্রহরী যোগদানের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বদলি হয়ে যাওয়া আগের ইউএনওর কাছ থেকে পুরনো তারিখে স্বাক্ষর আনার জন্য চেষ্টা চালিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ।

প্রতি প্রার্থীর কাছ থেকে তিন থেকে চার লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে বলেও জানা যায়। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। তাঁদের মধ্য থেকেই টাকার বিনিময়ে নিয়োগের পাঁয়তারা চালাচ্ছেন শিক্ষা কর্মকর্তা।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মৃধা মো. মোজাহিদুল ইসলাম বলেন, 'নৈশপ্রহরী নিয়োগের বিষয়ে পূরবী রানী দাস আমার সঙ্গে আদৌ কোনো পরামর্শ পর্যন্ত করেননি।'

তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিদ্ধার্থ শংকর কুণ্ডু বলেন, 'যোগ্যতা এবং নিয়মনীতির ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া দরকার। অনিয়মের কারণেই নিয়োগ প্রদান করিনি।'

নিয়োগের বিষয়টি জানার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পূরবী রানী দাসকে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।